chorus
মৃণাল সেনের
কোরাস
একটি
আধুনিক
ফ্যান্টাসি
চালের দাম কমাতে হবে
৩০,০০০

MRINAL SEN'S

# chorus

A MODERN FANTASY

It begins like a fairy tale. It starts with a ritual. A bard appears on the screen and sings:

Long long ago, the king sat in his court,
And sent his couriers to call the wise men together.
"Listen, my wise men", said the king,
"You've to tell me if there's anywhere where there's no want".

Oh, you've to tell us.
For, we are all asleep.

The wise men gave him the simplest answer:
If there's no Want, there can be no God.
It's Destiny that creates Want to bring faith to the soul,
For, that's the way the faithful come to God.

Say yes to want.
And you'll reach the feet of God.

God descends to Earth When he fancies,
To reveal Himself as the leader of the Land.
Rites and chants and gods, there are many,
But real might lies with He who creates Want.

Behold, the mighty arise,
The masters are divine.

Let's go to the Earth and take a look at the gods,
Draped so elegantly in coats and pantaloons,
In their office, invulnerable as a fort.
Glory be to them ! Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah !

Praise ye the new gods who have descended to the Earth ! Glory be to the masters of Want, dressed immaculately in their suits !

The office of these mighty gods is inside a fortress. At the heart of the fortress, in its innermost cell, sits the chairman, the great leader of the land, flanked by his counsellors, devising means for the welfare of the millions of people. The chairman, gracious as he is, is deeply concerned over the problem of Want, with the outcry of people asking for their bare necessities. The chairman finally decides to arrange for at least a hundred jobs. The candidates, he prophesies, would number a few thousand times the number of jobs. Jobs are for one hundred people, but the rest, thousands of them, must not go empty-handed. Give them application forms !

From far and near, from the remotest corners of the land, people assemble in queues before the gate of the fortress. There are men from the fields and farms, from the mills and factories and there are job-seekers of the cities. Too many people, too many faces, too many problems ! It is a wild situation. The news-camera continues to click, the tape-recorder of the newsman records scraps and pieces and fragments of desires and despairs of the people in the queue. The tape unwinds the story of a boy from the village—the story of a village starving to death in the maws of the terribly gluttonous money-lender and *Jotedar*. The tape continues to roll and a young man from the industrial base reveals the painful, shattering drudgery of the industrial workers. A young girl living in the city does not hesitate to tell the truth about her family. All these are the stories of the strain of living, of the horrors of the struggle to survive, distorting the faces of the people, of terrifying tension and depressing dissension. The broken homes crack and crack further. Everything is sinking. A voice sings from somewhere and a fakir appears :

Oh, relieve our distress,
O Manik Pir
Oh, relieve our distress.

The sky is lost in darkness,
The clouds rumble,
The pinnace is torn from the moorings,
The boat spins round and round.

There's emptiness on the left, emptiness on the right,
The river's banks are empty
The Gracious Father of the Land thinks and thinks.
There are tears in the eyes, tears in the breast,
The country overflows,
And the people strike their foreheads in despair.

The Giver of Food thought and thought
Till he thought of cutting thirty-thousand plantain leaves for plates
There are only a hundred sweets, and the flies swarming in thousands
You may not get a sweet, but a plate you shall get.

O Lord of Grace, give us our daily plates,
For the plate is as good as food.
O Lord, give us our daily plates !

The Lord is moved to pity. As ordained, the plates are liberally distributed among the job-hungry people of the country. And there are now thirty-thousand applicants for one hundred jobs.

A new threat appears. The job-hungry thirty thousand send a message from some secret den. They declare that all the measures taken by the fortress and the promises made by the masters are a massive deception. They now call for action, and destruction. They say they will soon appear as raiders. They distribute slogans far and wide. The slogans spread like wildfire from the villages to the cities, to the industrial regions. Mysteries begin to happen everywhere, the toiling people are touched by the magic of the mysteries. They are electrified.

The gracious lord of the country is scared. Who are they ?

The Control Room of the Fort explodes into activity. The state of emergency is about to be declared.

Is it only a fad ? A meaningless flutter ? Is it possible that the "circus" of the thirty thousand will soon come to a quie close ? The old clown plays his act on the trapeze and recite

**A hoax ! Just a hoax !**

IT IS NOT ! assert the persecuted. The persecuted, wh now grow into a million and more and more, turn militant ...

মৃণাল সেনের

# কোরাস

একটি আধুনিক ফ্যান্টাসি

ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প—এক দেশে ছিল এক রাজা। তার রাজ্যে বড় অভাব। একদিন রাজামশাই ডাক পাঠালেন দেশের সব জ্ঞানী বিজ্ঞজন-দের। রাজার মনে প্রশ্ন—অভাব কি কেবল তাঁর রাজ্যে? তাছাড়া অভাব এমন কি একটা সর্বনাশা ব্যাপার? অভাবের যদি কোন মূল্যই না থাকবে তাহলে তাঁর এমন সুন্দর রাজ্যে অভাব কি টিকতে পারতো? বিজ্ঞজনেরা রাজামশাইয়ের প্রশ্নের মনের মতো উত্তর দিয়েছিলেন। অনেক দিন পর কোন এক দেশের কোন এক কথকঠাকুর এই গল্পের রাজার প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে একদিন একটি গান বাঁধলেন—

কোন কালে এক রাজা সভাতে বসিল
দূত গিয়া বিজ্ঞজনে ডাকিয়া আনিল।
রাজা বলে জ্ঞানীগণ শুন মন দিয়া।
কোথায় অভাব নাই বল বুঝাইয়া।
বল বুঝাইয়া
সবে আছি ঘুমাইয়া।
পণ্ডিতেরা বলে তারে সহজ উত্তর।
অভাব না থাকে যদি থাকেনা ঈশ্বর।
অভাব সৃজিয়া বিধি ধর্মে রাখে মন।
এইভাবে ভক্তে দেবে প্রগাঢ় মিলন।
কর অভাব বরণ
পাবে দেবের চরণ।
লীলাচ্ছলে ভগবান মর্তে নেমে আসে।
দেশের কাণ্ডারীরূপে মহিমা প্রকাশে।
কত তন্ত্র কত মন্ত্র কত ভগবান।
অভাব রচেন যিনি তিনি শক্তিমান।
আহা জাগে শক্তিমান
প্রভু দেবের সমান।
এস যাই মর্তভূমে দেবের সদনে।
সুন্দর সেজেছে তারা কোট প্যান্টলুনে।
সুরক্ষিত কর্মশালা যেন দুর্গসম।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নম নম।

মর্তভূমিতে অবতীর্ণ এই নতুন দেবতাদের প্রণাম। কোট প্যান্টলুনে সুসজ্জিত এই অভাবের অধীশ্বরদের প্রণাম। জনগণের ভাগ্যবিধাতা এই দয়াল শাসকদের প্রণাম !!! কোটি কোটি মানুষের যারা পালনকর্তা তাদের কর্মশালাটি হওয়া উচিত বেজায় শক্ত আর সুরক্ষিত। দুর্গের প্রতিটি কক্ষে বিশাল কর্মযজ্ঞের তৎপরতা। এখানেই একটি নিভৃততম সাউন্ডবুলেটপ্রুফ শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে মহা-মান্য দেশনায়ক চেয়ারম্যান সপারিষদ দেশের মঙ্গলের জন্য বৈঠকে হাজির থাকেন। দেশের মঙ্গলের জন্য এ'রা সদা-চিন্তিত। দেশের চারিদিকে এই যে অভাব, এই যে দিন রাত্তির 'নেই-নেই' রব উঠছে, অসংখ্য মানুষ বলছে, 'চাকরি দাও', 'চাকরি দাও'—এসব নিয়ে দয়াল চেয়ারম্যান কম চিন্তিত নন। তিনি ঠিক করলেন, অন্তত একশতটি চাকরির ব্যবস্থা করতেই হবে। হ্যাঁ, দাবীদার হবে তার কয়েক সহস্র-গুণ বেশি—তাদের চাকরি না হোক ফর্ম দেওয়া হবে। কেউ যেন একেবারে

দুর্গের ফটকে দূরদূরান্তর থেকে মানুষ এসে লাইনে দাঁড়ায়। চাকরির ফর্ম বিলি হচ্ছে। গ্রামের ক্ষেতখামারের মানুষ, শিল্পাঞ্চলের কলকারখানার মানুষ, শহরের বিধ্বস্ত মানুষ—সবাই হাজির। অন্তত ফর্ম চাই। সে এক উন্মত্ত অবস্থা। সান্ত্রীর ঘোড়া-লাঠি সামলাতে পারে না... বোমা পড়ছে পড়ুক... রোদ্দুরে জলে ঝড়ে খেয়াল নেই—চাকরির ফর্ম চাই! একশতটি চাকরির চারপাশে যেন লক্ষ মানুষ কিছু একটা আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্য মারমূর্তিতে হাজির। সাংবাদিকের টেপরেকর্ডারে লাইনের মানুষগুলোর ছড়ানো ছিটোনো সাধ স্বপ্ন, হতাশা-তামাশার টুকরো কথা জমে ওঠে। কোন একটি গাঁয়ের ছেলের কাহিনী একসময়ে টেপে ঘুরতে থাকে। যে কৃষক গ্রামের শক্তি, দেশের প্রাণ তাদের নাভিশ্বাসের শব্দ এই গল্পে, মহাজন-জোতদারের ভয়ংকর ক্ষিধেয় গ্রামটা নিঃশেষ হবার গল্প। লাইনে শিল্পাঞ্চলের একটি তরুণের কথায় কারখানার শ্রমিকদের পাঁজর-ভাঙা জীবনটা ফুটে ওঠে, অর্থনৈতিক ধ্বস নামার কাঁপন ওদের ঘরে ঘরে। সংগ্রামের পাশাপাশি কলহ সংঘাত পীড়ন আর অবক্ষয়ের কালো ধোঁয়ায় শিল্পাঞ্চলের আকাশটা আরো কালো হয়ে ওঠে। শহরের ভাঙা ঘর আরো ভাঙছে... জীবিকার তাড়নায়, বাঁচার উৎকট অস্থিরতায় ঘরের মানুষগুলোর মুখচোখ বিকৃত হয়ে ওঠে। অসহায় মানুষগুলো যেন তলিয়ে যেতে যেতে শেষবারের মতো তাকায়। ডুবছে, সব ডুবছে... বাঁচার মতো কিছু নেই, খড় হোক, কুটো হোক—চাকরি না হোক চাকরির আশ্বাস, খেতে না পেলেও খেতে বসার একখানি পাতা। চাকরি না হোক চাকরির ফর্ম। তলিয়ে যাবার আগে তখন অন্ধকার আকাশের নিচে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ

মুশকিল আসান কর
দোহাই মাণিক পীর
কর মুশকিল আসান।
আসমান আন্ধারে ঢাকে
ম্যাঘে দিল ডাক।
ছিঁড়িল হাইলের পান্সি
নৌকায় খাইল পাক।
আগা ডোবে, মধ্য ডোবে
ডুবলো নায়ের গোড়া,—
ধীরে ধীরে তলাইছে মাস্তুলের চূড়া।
ডাইনে শূন্য, বাঁয়ে শূন্য
শূন্য নদীর কূল।
দয়াল দেশের পিতা ভাবিয়া আকুল।
অন্নদাতার মাথাব্যথা ফাঁপরে পড়িল।
তিরিশ হাজার কলার পাত কাটিয়া আনিল।
একশত মণ্ডা তাতে লাখে ঝাঁকে মাছি।
মণ্ডা না পাই নাই ক্ষতি নাই, পাতা পেলে বাঁচি।
দয়াল, পাতা জোগাও, পাতা অন্নের সমান।
দয়াল, পাতা জোগাও, দয়াল পিতার সমান।

দয়াল প্রভুর টনক নড়ল। একশতটি চাকরির ব্যবস্থা এবং তাছাড়াও তিরিশ হাজার ফর্মের বিতরণ ব্যবস্থা পাকা হোল। হঠাৎ এক দুর্দৈব দেখা দিল। চাকরি না-পাওয়া তিরিশ হাজার এক গোপন আস্তানা থেকে হুমকি পাঠালো—দুর্গের সব ব্যবস্থাই প্রতারণা। ভাঙো, হঠাও, ধ্বংস করো। গ্রামে, শহরে, শিল্পাঞ্চলে ঐ এক আওয়াজ। দেশের দয়াল প্রভু প্রমাদ গণলেন। এরা কারা? দুর্গ-প্রধানের কণ্ট্রোল-রুম অস্থির হয়ে উঠলো। অনুসন্ধানের গোপন-বাহিনী আর দমনের সেপাই-সান্ত্রীরা শেষ অবধি চেয়ারম্যানকে আশ্বস্ত করে। না, এসব কিছু হুজুগ, অকারণ লম্ফ ঝম্ফ। লম্ফ ঝম্ফের এই তিরিশ হাজারী সার্কাসটা চুপচাপ হয়ে গেল। ট্র্যাপিজে দোল খেয়ে সেই পুরোনো ক্লাউনটা ছড়া কাটতে থাকে—

ভাঁওতা! স্রেফ ভাঁওতা!
কতরকম লম্ফঝম্ফ
হট্টগোলের জগঝম্প
দাপাদাপি, দপদপানি
দেশটা জুড়ে কি হয়রাণি।
অবশেষে বোঝা গেল—
ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ হোল।
তিরিশ হাজার মস্ত ধোঁকা
মিছিমিছি সবাই বোকা।
ভাঁওতাবাজি ফুরলো
নটেগাছটি মুড়লো।

এই তিরিশ হাজার হয়তো ধোঁকা কিন্তু তাদের ইচ্ছা, তাদের সংকল্প, তাদের স্বপ্ন ধোঁকা নয়। তিরিশ হাজার কখন দেশের কোটি মানুষের ভাঙা বুকের দুর্জয় স্বপ্নের মধ্যে নড়ে ওঠে। স্বপ্ন মরে না, স্বপ্ন সফল হলেই শক্তি। ক্ষেত, শহর, কারখানার মানুষ নতুন স্বপ্নে হাত মিলিয়ে এগোয়। বঞ্চিত মানুষ যদি এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় সেই ভূমিখণ্ডেই স্বপ্ন হয়ে ওঠে সংগ্রাম, সংগ্রাম হয়ে ওঠে জীবন।

দুর্গ থেকে হুংকার ওঠেঃ—স্বপ্ন নিষিদ্ধ করো।
দুর্গের ভিতের কাছে স্বপ্ন বিস্ফোরণে গর্জে ওঠে।

●

প্রযোজনাঃ পরিচালনা ও চিত্রনাট্যঃ মৃণাল সেন
কাহিনীঃ মৃণাল সেন ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়
(কাহিনীর একটি বিশিষ্ট অংশ গোলাম কুদ্দুসের 'একসঙ্গে' থেকে গৃহীত)
গীত রচনাঃ মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আবহসঙ্গীত পরিচালনাঃ আনন্দ শংকর
সম্পাদনাঃ গঙ্গাধর নস্কর
শব্দগ্রহণঃ
হিমাদ্রি ভট্টাচার্য ও শ্যামসুন্দর ঘোষ
শব্দ পুনর্যোজনাঃ মঙ্গেশ দেশাই
সংগঠনঃ রবি সেনগুপ্ত
রূপ সজ্জাঃ দেবী হালদার
ব্যবস্থাপনাঃ মুকুল চৌধুরী
স্থির চিত্রঃ সুভাষ নন্দী
সম্পাদনাঃ বৈদ্যনাথ মিশ্র
চিত্র গ্রহণঃ মনীশ সরকার

কণ্ঠসঙ্গীত পরিচালনাঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য
আলোক সম্পাতঃ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান অঙ্কনশিল্পীঃ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
প্রচারঃ বাগীশ্বর ঝা
প্রচার অঙ্কনঃ এস স্কোয়ার এনমার্ক
সহকারী পরিচালনাঃ
অমল সরকার, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য
ব্যবস্থাপনাঃ গোকুল বালা, বিশু দাস
পরিস্ফুটন :
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিজ
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সৌজন্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
খালেদ চৌধুরী, মান্না দে, হারীন চট্টোপাধ্যায়, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, সত্যযুগ, অ মৃ ত বা জা র পত্রিকা, স্টেটসম্যান, ইন্দো-জাপানিজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ক্রমোলাইট ইণ্ডিয়া লিঃ, কেশবচন্দ্র ঘোষ, রয়া রেস্টুরেন্ট, মালা মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, ধীরেন রায়, সমীর মজুমদার ও পশ্চিম বাংলার ...ম শিল্পাঞ্চল ও শহরের অসংখ্য চাষী, মজুর ও জনসাধারণ।

অভিনয়েঃ
উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, ...বোধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, বাপন নবীশ, ... মাজিক, সুকুমার রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপান্থ ...চার্য, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, তরুণ রায়, অমিত মণ্ডল, জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়, ...ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা মজুমদার, গীতা সেন, শিপ্রা চক্রবর্তী, মনুমুন সেন, গীতা ...কার, আরতি দে, লীনা দাশগুপ্ত, স্বর্ণময়ী দেবী, সুব্রত সেনশর্মা, নির্মল ঘোষ, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণ্টু ঘোষ, মনু মুখোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, ননী গঙ্গোপাধ্যায়, সমর নাগ, নবেন্দু গুপ্ত, অশোক মিত্র।